মূলশব্দাবলী”
কল্যা্ন
উপকার
সর্বজনীন কল্যান

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

30 August 2024 / 25 Safar 1446

সর্বজনীন কল্যাণকর পরিবেশ নির্মান করা

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

জুম্মার নামাজে আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আজকের এই পবিত্র শুক্রবারে, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য আরেকবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। । আমাদের জীবনে তাকওয়া আছে কি না তার একটি লক্ষণ হলো, ভাল কাজ করার সুযোগকে ছিনিয়ে নেয়া । আর এই ভাল কাজ কেবল আমাদের নিজেদের জন্য করা ভাল কাজ নয়, তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট সকল সৃষ্টির প্রতি প্রযোজ্য।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

সমাজের অভ্যন্তরে সকলের সাথে কি করে মিলেমিশে থাকতে হয় আমরা গত খুতবায় সেই বিষয়ে ইসলামিক নির্দেশনা কি তার ওপর আলোকপাত করেছি. যেখানে বলা হয়েছিল যে, মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত অন্য সবার জীবনে শান্তি ও স্থিরতা নিয়ে আসা। এই সপ্তাহে আমরা দেখব সুরা আল মুমিনিনের ৯৯ ও ১০০ নম্বর আয়াতে এ ব্যাপারে কি বলা আছে।

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾
لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

অর্থঃ যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি এ পর্যন্ত করিনি। (সুরা আল মুমিনিনির ৯৯-১০০ অধ্যায়)

যদিও এই আয়াতগুলি কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা এই কথাগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং যারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমত সম্পর্কে অবগত নন, তারা। আমরা আসলেই এই আয়াতগুলি থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিতে পারি। সম্মানিত ভাইয়েরা, আপনারা বলুন এই আয়াত থেকে মূল কোন বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি? আমরা অবশ্যই তাদের মত হবো না যারা এই জীবনে ভাল কাজ করার সুযোগ পেয়েও তা করে নাই , হোক তা আমার একার জন্য ভালো বা অন্য অনেকের জন্য ভালো শুধু যখন মৃত্যুর দরজায় উপস্থিত হয় তখন তারা কেবল অনুশোচনা করতে থাকে যখন ভালো কাজ করার সকল দরজা তাদের সামনে বন্ধ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদের এমন ভাগ্য কোনদিন না দেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

অন্যের জন্য মঙ্গলকাজ করার কয়েকটি উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যেখান থেকে আমরা ভাল কাজ করার কয়েকটি নির্দেশনা পেতে পারি;

প্রথমতঃ সবার জন্য কল্যাণ কামনা করা

আমাদের নবীর নবুয়ত লাভের আগে তিনি আয়েমে জাহেলিয়ার লোকজনের মধ্যে হিলফুল ফুজুল নামে করা একটি চুক্তি অবলোকন করেছিলেন যেখানে সমাজে সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও দুর্বলকে সমাজে

নিরাপত্তা দানের বিধান ছিল। যদিও এই চুক্তি ইসলাম ধর্ম আসার আগেই সই করা হয়েছিল নবী করিম (সঃ) এ সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেছিলেন, আবদুল্লাহ বিন জুদানের বাড়ীতে আমি যে চুক্তিটি সাক্ষর করা দেখেছিলাম , খুব উন্নত মানের একটি উটের সঙ্গেও আমি তা বিনিময় করব না। এবং এটাকে যদি ইসলামে প্রবর্তন করতে হয় তবে তা আমি অবশ্যই গ্রহণ করব। (ইমাম বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই কথাগুলি, **সম্মানিত ভাইয়েরা,** বলেছেন আমাদের নবী করিম (সঃ)নিজে। এটা এমন একটি ধর্ম যা সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সুফলের দিকটাকে মাথায় রেখে দুর্বল ও অভাবীকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ন্যায় বিচার স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমাদের ধর্মটির অবস্থান হওয়া উচিত সর্বাগ্রে কারণ এর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ বিদ্যমান আছে যে আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবনী ও শিক্ষাগুলি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তারাই তা বুঝবেন। এই সর্বজনীন কল্যানকর অর্জনের জন্য আমাদের সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে হবে যখনই ভাল কাজ করার সুযোগের খোঁজ করা।

আমাদের সমাজে যারা অসহায় তাদের কথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই। এদের কারো হয়তো আর্থিক সাহায্য দরকার, কারো হয়তো প্রয়োজন আমাদের উপদেশ, পথ নির্দেশনা আবার কেউ কেউ আছেন যারা চান শুধু একটু অনুমোদন, তারাও যে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত আছেন এই অনুমোদন। আপনার আশেপাশে বাড়ীতে, স্কুলে বা অফিসে যারা আছেন তাঁদেরকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন। যতটুকু পারুন, আপনার মনোযোগ এবং সাহায্যের সীমা বিস্তৃত করুন। এইসব ছোট ছোট মানবিক ও দয়ালু কাজগুলিই হয়তো আপনার জীবিকা নির্বাহ কিম্বা আপনার জীবনে শান্তি পাওয়ার কারণ হতে পারে। আমাদের নবী করম (সঃ) একদা বলেছিলেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ؟

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা অধিকতর দুর্বল তাদের দোয়ার কারণেই কি তুমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাহায্য এবং পারিতোষিক পাচ্ছো না? (হাদীস মত্তাফাক আলাইয়াহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অতীতে যে কত বিভিন্ন রকমের সমাজসেবার কাজ করেছেন তার উল্লেখ আছে। যেমন, চীন দেশে মিং ডাইনাস্টীর আমলের হুই মুসলমান সম্প্রদায় বানিজ্যে দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা কেবল যে ব্যবসা বানিজ্যে দক্ষ ছিলেন, তা-ই নয় বরং মিং ডাইনাস্টীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। চীন দেশের সকল লোকের উন্নয়নে এই হুই মুসলমান সম্প্রদায় আর একটি উদাহরণ হিসাবে আমাদের সামনে উপনীত হন যারা তাঁদের এলাকার সকল লোকের জন্য মঙ্গলকাজে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং এই কর্মের মধ্য দিয়ে তারা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

আসুন, আমরা সকলে মিলে এই ভাল কাজ করতে থাকি যার সুফল যেন সমাজের সকলে ভোগ করতে পারেন। আমাদের প্রতিটি ভাল কাজ যেন আরো মঙ্গলময় প্রতিদান পায়।। সুরা আর রাহমানের ৬০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন,

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾

অর্থঃ সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (আয়াত ৬০ সুরা আর রাহমান)

আসুন, আমরা সকলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে বলি, যতদিন আমাদের দেহে আছে প্রাণ ততদিন আমাদিগকে ভাল কাজ করার সুযোগ দিয়ে যাবেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া ফাত্তাহ, ইয়া আলীম, আমরা আপনার পথ নির্দেশনা ও করুণা ভিক্ষা করি। আমাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করুন যে পথে আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। আমাদেরকে আমাদের সম্প্রদায় ও সকল মানবজাতির জন্য কল্যাণকর কাজ করার তৌফিক দান করুন। ইয়া জলিল, ইয়া করিম, আমাদিগকে সকল স্বার্থপরতা থেকে রক্ষা করুন এবং অন্যের প্রতি সদয় ও ভালবাসায় পূর্ণ একটি হৃদয় দান করুন। ইয়া ওয়াদুদ, ইয়া মজিদ, আমাদের পরিবারকে রহম করুন, আমাদের সম্প্রদায়সহ আপনার সকল

বান্দাকেও রহম করুন। আমরা যেন আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকি এবং আপনি আমাদের ওপর আপনার করুণা বর্ষন করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.